

# পরিবার ও BIC-এর প্রস্তাব

বাড়িতে ঢুকে দেখি, স্ত্রী হাসছে।

তারপর দেখলাম শ্যালক আর তার স্ত্রীকে, দুজনেই হাসছে।

শেষে দেখলাম আমার ছেলেদের, বউদের নিয়ে ভেনিস থেকে এসেছে; তারাও সবাই হাসছে।

আর আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার মেয়ে।

একমাত্র সে-ই হাসছিল না।

ওরা আমাকে বসার ঘরে একটা আরামকেদারায় বসতে বলল, প্রায় যেন নিজের বাড়িতেই আমি অতিথি; তারপর এক কাপ কফি এনে দিল।

সবাই হাসছিল।

এক মুহূর্তের জন্য মনে হল, আমরা বুঝি লটারি জিতেছি।

কিন্তু আমি কখনও জুয়া খেলিনি।

আমি তো জন্ম থেকেই ভাগ্যবান।

মিনিট দশেক কাটল, কেউ কথা বলল না।

বাথরুমে যেতে চাইলাম, কিন্তু আবেদন নামঞ্জুর হল।

কী এমন ঘটছে, যা আমি জানি না?

ইন্টারকম বেজে উঠল।

জর্জা ধরল, তারপর মায়ের দিকে ফিরল।

“ও-ই। এরই মধ্যে এসে গেছে।”

ভবনের সদর দরজা যখন খুলল — আমরা তো থাকতাম দোতলায় — আমার নাকে একটা চেনা সুগন্ধ ধরা পড়ল।

চিনতাম।

কিন্তু ওটা এখানে কেন?

সে ঘরে ঢুকে আমার স্ত্রীকে সাদামাটা একটা ciao বলে সম্ভাষণ করল।

ওইটুকুতেই বুঝে গেলাম, এ ওদের প্রথম সাক্ষাৎ নয়; আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরেই তার প্রমাণ পেলাম।

“হ্যালো, নান্দো। আমার চিঠি পেয়েছ? হোটেলের বিল মিটিয়েছ? মনে রেখো: এখনও শেষ হয়নি।”

ওই ঘরে যত লোক ছিল, কোনো কোনো অন্ত্যেষ্টিতেও আমি তত দেখিনি; অথচ আমি তখনো বেঁচে।

যদিও হয়তো আর অল্প কিছুক্ষণের জন্যই।

স্ত্রী আমাকে শান্ত থাকতে, গা এলিয়ে বসতে আর শুনতে বলল।

“তুমি জানো না Chanel আসলে কে।

তুমি ভাবো সে এক মধ্যস্থতাকারী, এক ফরাসি সহকর্মী, যে মেয়ে প্যারিসে তোমার আর ছয় শেয়ারহোল্ডারের সঙ্গে সঙ্গে ছিল, তোমার জন্য যোগাযোগ তৈরি করে দিয়েছিল, তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করেছিল, তোমাকে অন্তরঙ্গভাবে উসকেছিল অথচ কখনও সাড়া পায়নি।

কিন্তু তুমি জানো না সে আসলে কে।”

ওরে শালা, ভাবলাম।

আমাকে ঘিরে এরা কী চিত্রনাট্য লিখে রেখেছে?

“সে প্রধান শেয়ারহোল্ডারের মেয়ে, সেই মেয়ে, যার মায়ের সঙ্গে তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেছ।

পুরো সময়টা সে আড়ালে ছিল।

দেখেছে।

শুনেছে।

সে ছিল সংরক্ষিত বাহিনী।

আর এবার ওরা শেষ তাসটা খেলেছে।

সাত নম্বরটা।

আমরা সব জানি।

তোমাকে দেওয়া সেই অবিশ্বাস্য প্রস্তাব।

তোমার প্রত্যাখ্যান।

আর একটা কথা আছে, যা আমরা সবাই মিলে তোমাকে বলতে চাই।”

**তোমাকে নিয়ে আমরা গর্বিত**

স্ত্রী বলে চলল:

“আমি Chanel-কে বুঝিয়ে বলেছি, তেত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনের পরেও তোমাকে দিয়ে এমন কিছু করাতে পারিনি, যা তুমি করতে চাও না।

তুমি একগুঁয়ে, কঠিন, আর কখনও কখনও একেবারে অসম্ভব।

কিন্তু তুমি চরিত্র আর নীতির মানুষও।

টাকা কখনও তোমার সমস্যা ছিল না।

সব শুরু হয়েছিল একটা স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখার উপায় হিসেবে, ব্যবসা গড়ার জন্য নয়।

নইলে ও প্রকল্পটা মোড়ের খবরের কাগজওয়ালার কাছেই বেচে দিত।

আমার স্বামীর জন্য লোকটা Amazon-এর চেয়ে বেশি দাম দেয়, যদিও বেজোসের সঙ্গে তার আত্মীয়তা আছে কি না, আমি নিশ্চিত নই।”

সবাই হেসে উঠল।

জমায়েত যখন শেষ হয়ে আসছে আর Chanel দরজার দিকে এগোচ্ছে, সে আরেকবার ঘুরে দাঁড়াল।

“বলো তো, নান্দো।

প্যারিসে নিরাপত্তা দলটাকে তুমি ঝেড়ে ফেললে কেন, আর কোথায় উঠেছ তা আমাদের কখনও জানতে দিলে না কেন? বিশেষ করে যখন ফ্রান্সের কোনো হোটেলেই তোমার নাম নথিভুক্ত ছিল না?”

হাসলাম।

“একটাই কারণে।

সাতজন নারীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হত।

কারণ ওরাই আমার দুর্বলতা।”

---

ফের্দিনান্দো